গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া অধিশাখা
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
www.moind.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ৩৬.০০.০০০০.০৬১.২২.০২১.১৩- ৫২৭

তারিখঃ ০৫ আশ্বিন ১৪২৯
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়ঃ **"বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০২২ (খসড়া) এর উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।**

বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে The Ship Breaking & Recycling Rules-2011 স্পষ্টীকরণ ও সহজীকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০২২' এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায়, 'খসড়া বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০২২' এর উপর লিখিত মতামত আগামী ০২ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে (ই-মেইল- dssrc@moind.gov.bd) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ২০(বিশ) পৃষ্ঠা।

২০/৯/২২

(মোঃ মোমিনুর রশীদ)
উপসচিব
ফোনঃ ০২-২২৩৩৫৫১৮৫
E-mail: dssrc@moind.gov.bd

বিতরণ (কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে) (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১১। চেয়ারম্যান, বিএসইসি, বিএসইসি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১৪। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
১৫। কমান্ডার বিএন, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
১৬। সভাপতি, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), মতিঝিল, ঢাকা।
১৭। সভাপতি, বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিসাইক্লার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ), আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৮। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল'ইয়াস্ এসোসিয়েশন (বেলা), বাড়ী-১৫/এ, রোড নং-৩, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৯। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ, বাড়ী নং-২০, রোড-১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

০১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। সচিবের একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৪। সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য অনুরোধ করা হল)।
০৫। অতিরিক্ত সচিব (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া, বিরা, বেখা ও বিআইএম) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০২২

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, পরিবেশসম্মতভাবে পরিচালনা ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮ এর ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-আইনের ধারা ২ এ সঙ্গায়িত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ এই বিধিমালায় একই অর্থ প্রকাশ করিবে এবং বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-
(১) 'পরিদর্শন' অর্থ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংশিষ্ট কার্যক্রম বিধি মোতাবেক যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত ইয়ার্ড বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আমদানিকৃত বা সংগৃহীত জাহাজ পরিদর্শন;
(২) 'বিভাজন' অর্থ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা;
(৩) 'ভেন্ডর' অর্থ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়া হইতে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনা বা সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বা জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান;
(৪) 'শ্রমিক' অর্থ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪২ নং আইন) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রমিক;
(৫) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮ (২০১৮ সনের ৮ নং আইন);
(৬) 'এ্যাসোসিয়েশন' অর্থ বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিসাইক্লার্স এসোসিয়েশন;
(৭) 'বাহিত পণ্য' অর্থ জাহাজে পরিবাহিত পণ্য (Carried/Transported goods)। যাহা এক দেশ ও বন্দর হইতে অন্য দেশ ও বন্দরের উদ্দেশ্যে জাহাজে পরিবহন করা হয়;
(৮) 'Duty' অর্থ জাহাজের LDT'র ভিত্তিতে নির্ধারিত শুল্ক কর ইত্যাদি;
(৯)'LDT' অর্থ Light Displacement Tonnage যা জাহাজ এবং জাহাজের সকল সংযুক্ত, ফিটিং ফিক্সিংসহ ব্যবহৃত পণ্য দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি (Attached/Outfitting Goods) এর ওজন। অর্থাৎ আর্কিমিডিস এর সূত্রানুযায়ী নির্ধারিত ওজন। তবে জ্বালানী তেল ও লুব অয়েল LDTথেকে বাদ যাইবে;
(১০) 'এসআরএফপি' অর্থ আইনের ধারা ২(৮) এ সঙ্গায়িত "জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাসিলিটি প্ল্যান" বা জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যে ইয়ার্ড বা অন্যান্য সুবিধাদি ব্যবহার সংক্রান্ত পরিকল্পনা;
(১১) 'এসআরপি' অর্থ আইনের ধারা ২(৭) এ সঙ্গায়িত "জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ পরিকল্পনা" বা জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্ধারিত গাইডলাইন বা বিধি অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা; এবং
(১২) 'পিপিই' অর্থ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা Personal Protective Equipment যাহা ইয়ার্ডে চলাচল, অবস্থান, পরিদর্শন, বিভাজন কার্যক্রম, মালামাল লোডিং আনলোডিং ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের দুর্ঘটনা, অগ্নি, গ্যাস, রাসায়নিক সংক্রমন বা অন্য যে কোন আঘাত থেকে নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজের ধরন অনুযায়ী চোখ, মুখমন্ডল, মাথা, হাত-পা, শ্বাসযন্ত্র, শ্রবণ-ইন্দ্রিয় রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হেলমেট, বুট, বেল্ট, মাস্ক, গাউন, ???? ???? ইত্যাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।
(১৩) 'হংকং কনভেনশন' অর্থ The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships-2009

দ্বিতীয় অধ্যায়
জোন ঘোষণা ও জোনভুক্ত জমি ইজারা প্রদান:-ইত্যাদি

৩। জোন ঘোষণা।- (১) জোন এলাকায় পরিকল্পিত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে জোন এলাকার পয়স্তি ও সরকারি খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদে প্রচলিত বিধি মোতাবেক শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে। শিল্প মন্ত্রণালয় উক্ত পয়স্তি, খাস জমি এবং অধিগ্রহণকৃত ভূমি জাহাজ পুনপ্রক্রিয়াকরণ জোন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪। ইয়ার্ড স্থাপনের জন্য জোনভুক্ত জমি ইজারা প্রদান:-

(১) বোর্ড আইনের ধারা-৪ ও বিধি ৩ এর আওতায় ঘোষিত জোনভুক্ত জমি ইয়ার্ড স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্লট আকারে বিভাজন করিবে এবং প্রত্যেক ইয়ার্ড স্থাপনোপযোগী প্লটকে একটি নম্বর দিয়া চিহ্নিত করিবে। প্রত্যেক প্লটভুক্ত জমির বিবরণ তথা- মৌজার নাম, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর, জমির পরিমাণ, জমির মালিকানা, জমির প্রকৃতি ইত্যাদি তথ্য একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবে।

(২) জোনভুক্ত জমি প্লটে বিভাজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানের ভৌগোলিক প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত সংবেদনশীলতা, সমুদ্র তটের অবস্থা ও গভীরতা, যাতায়াত ব্যবস্থা, জমির মালিকানা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিবে এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্লটের আকার ছোট/বড় করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উপবিধি (১) ও (২) অনুযায়ী বিভাজিত জোনভুক্ত প্লটসমূহ ইয়ার্ড স্থাপনের উদ্দেশ্যে আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা প্রদান করিবে। ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নিম্নোক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যাইবে-

(ক) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্ব হইতে সংশ্লিষ্ট প্লটে ইয়ার্ড পরিচালনাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান।

(খ) প্লটে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি থাকিলে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক অথবা জমির মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(৪) কোন প্লটের জমির মালিকানা সম্পূর্ণ সরকারের হইলে বোর্ড এইরূপ প্লট ইজারা প্রদানের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে। বিজ্ঞাপ্তির শর্ত ও ইজারা প্রাপ্তির যোগ্যতা এবং অগ্রাধিকারক্রম সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

(৫) আংশিক ব্যক্তিমালিকানাধীন প্লট উপবিধি (৩)(ক) ও (৩)(খ) তে উল্লেখিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে ইজারা গ্রহণ না করিলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট জমির মালিকগণকে নোটিস প্রদান করিয়া উপবিধি (৪) অনুযায়ী উন্মুক্ত ইজারা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ইজারা প্রদান করিতে পারিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকগণ উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় এবং ইজারা প্রদান প্রক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য ব্যয় বাদে ইজারা মূল্যের হারাহারি অংশ প্রাপ্য হইবে।

(৬) প্লটের ইজারার মেয়াদ সাধারণভাবে ১০ (দশ) বৎসর ইহবে এবং নিয়মিতভাবে ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করা হইলে প্রতিবারে ইজারার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর করিয়া বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৭) প্লটভুক্ত জমির আয়তন এবং সমুদ্র তটের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে সরকার বার্ষিক ইজারামূল্য নির্ধারণ করিবে। তবে উপবিধি ৩(ক) ও (খ) এর শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহণকারীগণকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির জন্য ইজারা মূল্য পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে। প্রথম ইজারা প্রদানের সময় ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্য একসাথে পরিশোধ করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) নিম্নোক্ত যে কোন কারণে ইজারা প্রদানকৃত প্লটের ইজারা বাতিল করা যাইবে–

(ক) একাধারে দুই বছর ইজারা মূল্য পরিশোধ না করিলে;
(খ) উপবিধি ৩(ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত ইজারা গ্রহণের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে ইয়ার্ডের কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে;
(গ) ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাহাজ পুনপ্রক্রিয়াকরণ ব্যবসা পরিত্যাগ করিলে;
(ঘ) ইজারা গ্রহণকৃত প্লটে একাধারে ২ (দুই) বছর ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনা না করিলে;
(ঙ) বিধি ৪ এর উপবিধি ১১ এর অধীনে সরকার কর্তৃক স্থায়ীভাবে ইয়ার্ড বন্ধ করার আদেশ প্রদান করিলে।

৪। ইয়ার্ড স্থাপন।- (১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইয়ার্ড স্থাপনের উদ্দেশ্যে জোনভুক্ত কোন প্লট ইজারা গ্রহণের পর ইয়ার্ড স্থাপনের প্রাথমিক অনুমতির জন্য উপবিধি (২) তে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে বোর্ডের নিকট আবেদন দাখিল করিবে।

বোর্ড আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) মাসের মধ্যে মতামতসহ সিদ্ধান্তের জন্য তাহা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে। শিল্প মন্ত্রণালয় বোর্ডের মতামত প্রাপ্তির ২(দুই) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। ইয়ার্ড স্থাপনের প্রাথমিক অনুমতির বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) নতুন ইয়ার্ড স্থাপনের আবেদনের সহিত নিম্নোক্ত কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ক) ইয়ার্ডের ভূমি ইজারাগ্রহণ সংক্রান্ত প্রমাণপত্র/ ভূমির মালিকানার দলিল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি মালিকের সাথে সম্পাদিত ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত দলিল/চুক্তি;

(খ) ইয়ার্ডের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

(গ) ট্রেড লাইসেন্স;

(ঘ) ইয়ার্ডের অনুকূলে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ছাড়পত্র;

(ঙ) এসআরআফপি;

(চ) মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস/মেমোরেন্ডাম অব পার্টনারশীপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(চ) আবেদন ফি-বাবদ বোর্ডের অনুকূলে ১০ (দশ) হাজার টাকা জমা প্রদানের রসিদ;

(ছ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য কাগজাদি।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে জোনের মধ্যে স্থাপিত ইয়ার্ডসমূহ বিধিমালা কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ইয়ার্ডের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ এসআরএফপি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে দাখিল করিবে এবং বোর্ড দাখিলকৃত এসআরএফপি যাচাইকরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ তা অনুমোদন করিবে। এইরুপ ইয়ার্ডের ক্ষেত্রে এসআরএফপি অনুমোদনই ইয়ার্ড স্থাপনের প্রাথমিক অনুমতি বলিয়া গণ্য হইবে। এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে অনুমোদিত এসআরএফপিসমূহের অনুমোদন বহাল থাকিবে।

(৪) বোর্ড উপ-বিধি (১) এর অধীন ইয়ার্ড স্থাপনের প্রাথমিক অনুমতির আবেদন অনুমোদনের বিষয় মন্ত্রণালয় হইতে অবহিত হইবার পর বোর্ড আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহা অবহিত করিবে এবং ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বোর্ডের অনুকূলে ইয়ার্ড স্থাপন ফি বাবদ ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা জমা প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করিবে। ফি প্রাপ্তির পর বোর্ড প্রাথমিক অনুমতিপত্র জারি করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) ও (৪) এর এর অধীন প্রাথমিক অনুমতি প্রাপ্তির পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে অথবা উপবিধি (৩) এর আওতায় প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য ইয়ার্ডসমূহ পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে অনুমোদিত এসআরএফপি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করিবে।

(৬) উপবিধি (১) ও (৪) এর এর অধীন প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত ইয়ার্ড কর্তৃক এসআরএফপি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডের অনুকূলে চূড়ান্ত অনুমোদনপত্র জারি করিবে । এইরুপ চূড়ান্ত অনুমোদনপত্র ব্যাতীত কোন ইয়ার্ডকে জহাহাজ আমদানি/ সংগ্রহ, জাহাজ বিচিং বা বিভাজনের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৭) উপবিধি (৩) এর আওতায় প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য ইয়ার্ডসমূহ পরবর্তী ২(দুই) বৎসরের মধ্যে অনুমোদিত এসআরএফপি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করিতে সক্ষম না হইলে বোর্ড ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এসআরএফপি বাস্তবায়নের জন্য আরও এক বৎসর সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং এসআরএফপি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে ইয়ার্ড স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদনপত্র জারি করিবে। দুই বৎসর বা ক্ষেত্রমত বর্ধিত সময় অতিবাহিত হইবার পর ইয়ার্ডের প্রাথমিক অনুমতিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং বোর্ড সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডে জাহাজ বিচিং বা বিভাজনের অনুমতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।

(৮) উপ-বিধি (৬) ও উপবিধি (৭) অধীনে জারিকৃত চূড়ান্ত অনুমোদনপত্র উপবিধি (৩) বা (৪) এর আওতায় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক অনুমতিপত্র জারির বা প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য কার্যকর থাকিবে। উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্তত ৩(তিন) মাস পূর্বে বোর্ডের বরাবরে ইয়ার্ডের অনুমতি নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে। বোর্ড আবেদন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। এইরুপ প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর বোর্ডের নিকট হতে অনুমোদন নবায়ন করিতে হইবে। প্রতিবার নবায়নের জন্য ১(এক) লক্ষ টাকা নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৯) আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই বিধির আওতাধীন বিষয়ে গৃহীত বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর নিকট আপিল দাখিল করিতে পারিবে। শিল্প মন্ত্রণালয় আপিলের বিষয়ে আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(১০) শিল্প মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে ইয়ার্ড স্থাপন ফি এবং নবায়ন ফি পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(১১) এই বিধির আওতায় ইয়ার্ড স্থাপনের প্রাথমিক অনুমতি বা চূড়ান্ত অনুমোদন বা উপ-বিধি (৮) এর আলোকে অনুমোদন নবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে:

(ক) বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, সরকার কর্তৃক সময় সময়, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা জারিকৃত নির্দেশাবলী ও গাইডলাইন এবং সরকার কর্তৃক অনুসৃত আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশনের শর্ত মোতাবেক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম দ্বারা পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ইয়ার্ড মালিক কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮, শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, সরকার কর্তৃক সময় সময়, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা জারিকৃত নির্দেশাবলী ও গাইডলাইন এবং সরকার কর্তৃক অনুসৃত আমন্তর্জাতিক আইন/ কনভেনশনের শর্ত মোতাবেক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে জড়িত শ্রমিক ও ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পেশাগত ঝুঁকি নিরসনে ইয়ার্ড মালিক কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(গ) শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্তসমূহ।

(১২) (ক) কোন ইয়ার্ড উপ-বিধি (১১) তে উল্লিখিত শর্ত পালনে ব্যর্থ হওয়া বা শর্ত ভঙ্গ করা বা উপ-বিধি (৬) এবং উপ-বিধি (৭) অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ পাওয়া গেলে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগের বিষয়ে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিবেন। মহাপরিচালক উপযুক্ত মনে করিলে অভিযোগ তদন্তের জন্য বোর্ডের কোন কর্মকর্তা নিযুক্ত করিবেন বা কমিটি গঠন করিবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মালিকের জবাব এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনায় মহাপরিচালক অভিযোগের বিষয়ে বোর্ডের নিকট মতামত/সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(খ) কোন ইয়ার্ড উপ-বিধি (১০) এ উল্লিখিত শর্ত পালনে ব্যর্থ হইলে বা শর্ত ভঙ্গ করিলে বা উপ-বিধি (৬) এবং উপ-বিধি (৭) অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত ইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে বোর্ড যেকোন মেয়াদের জন্য ইয়ার্ডের কার্যক্রম স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে বা কোন ইয়ার্ড স্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবে।

(১২) ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ রাখার বিষয়ে বোর্ডের আদেশ প্রদানের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে আপীল দাখিল করিতে পারিবে। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় শুনানী গ্রহণান্তে আবেদন প্রাপ্তির ২০(বিশ) দিনের মধ্যে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন।

(১৩) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইয়ার্ড স্থায়ীভাবে বন্ধের কোন আদেশ প্রদান করা হইলে বা উপ-বিধি (১২) এর আলোকে প্রদত্ত আপীল আদেশে সংক্ষুব্দ হইলে আদেশ প্রদানের ০৭(সাত) দিনের মধ্যে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে আদেশ পুনঃবিবেচনা বা রিভিউয়ের আবেদন করা যাইবে। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় পুনঃবিবেচনা বা রিভিউয়ের আবেদন প্রাপ্তির ২০(বিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

(১৪) ইয়ার্ডের মালিকানা হস্তান্তর বা ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তরিত বা ভাড়া প্রদত্ত ইয়ার্ডে জাহাজ সংগ্রহ/আমদানী, সৈকতায়ন বা বিভাজনের অনুমতি প্রদান করা হইতে বোর্ড বিরত থাকিবে।

৫। **জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ।**- (১) কোন ইয়ার্ডে আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ করা যাইবে।

(২) **অনাপত্তি সনদ-।** পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য জাহাজ আমদানি বা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের পূর্বে বোর্ডের অনাপত্তি সনদ গ্রহণ করিতে হইবে। অনাপত্তি সনদের জন্য ইয়ার্ড মালিক বা তাহার আইনগত প্রতিনিধি নির্ধারিত ফরমে মহাপরিচালক বরাবরে আবেদন দাখিল করিবে।

(৩) অনাপত্তি সনদের আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ক) ইয়ার্ডের হালনাগাদ পরিবেশের ছাড়পত্র;

(খ) জাহাজ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Agreement);

(গ) জাহাজের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (Certificate of Registry);

(ঘ) হালনাগাদ বিপদজনক বর্জ্যের তালিকা(Updated Inventory of Hazardous Waste);

(ঙ) জাহাজের বর্জ্য প্রচলিত বিধি মোতাবেক ব্যবস্থাপনা করা হবে মর্মে ইয়ার্ড মালিকের ঘোষণা পত্র;

(জ) অনাপত্তি সনদ বাবদ বোর্ডের অনুকূলে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জমার রশিদ;

(চ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য কাগজ-পত্র;

(ছ) বিএসবিআরএ'র হালনাগাদ মেম্বারশীপ সনদ।

(৪) বোর্ড অনাপত্তি সনদের আবেদন প্রাপ্তির ২(দুই) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তির পর ইয়ার্ড মালিক এলসি করার মাধ্যমে জাহাজ মালিক বা তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে মূল্য পরিশোধ করিবে। বোর্ডের অনাপত্তি সনদ ব্যতিত কোন ব্যাংক কর্তৃক এলসি বা অন্য কোন পন্থায় কোন জাহাজ মালিকের অনুকূলে মূল্য পরিশোধ করা যাইবে না।

(৬) সৈকতায়ন-। ইয়ার্ড মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বর্হিনোঙ্গরে পরিদর্শন সম্পন্ন হইবার পর মহাপরিচালকের নিকট নির্ধারিত ফরমে জাহাজ সৈকতায়নের অনুমতির জন্য আবেদন দাখিল করিবে। আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ক) রামেজিং সার্টিফিকেট;

(খ) বিষ্ফোরক পরিদপ্তরের গ্যাসমুক্ত সনদ (Safe for men entry and safe for hot work) সার্টিফিকেট;

(গ) জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যালাস্ট ওয়াটার এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জাহাজের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট জাহাজের অনুকূলে সেইফটি এজেন্সির পরিদর্শন প্রতিবেদন;

(গ) সৈকতায়ন ফি বাবদ বোর্ডের অনুকূলে ১০(দশ) হাজার টাকা জমার রসিদ।

(৭) বোর্ড সৈকতায়নের আবেদনের সাথে দাখিলকৃত সকল সনদপত্র যথার্থ থাকা সাপেক্ষে অবেদন প্রাপ্তির ২(দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সৈকতায়নের আবেদন নিষ্পত্তি করিবে।

(৮) বিভাজন-। ইয়ার্ড মালিক বা তার প্রতিনিধি জাহাজ সৈকতায়নের পর বোর্ডের নিকট নির্ধারিত ফরমে জাহাজ বিভাজনের অনুমতির জন্য আবেদন দাখিল করিবেন।বিভাজনের অনুমতির আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজ-পত্র দাখিল করিতে হইবে:

(ক) এসআরপি;

(খ) ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের হালনাগাদ তালিকা;

(গ) সৈকতায়ন পরবর্তী বিষ্ফোরক পরিদপ্তরের গ্যাসমুক্ত সনদ (Safe for men entry and safe for hot work) সার্টিফিকেট;

(ঘ) জাহাজের পুনঃব্যবহারযোগ্য আসবাপত্র, জ্বালানি এবং জিনিসপত্র ইত্যাদি হস্তান্তরের জন্য চুক্তিবদ্ধ ভেন্ডরের তালিকা;

(ঙ) বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর পরিদর্শন প্রতিবেদন/জব্দকৃত মালামালের তালিকা;

(চ) পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রত্যয়ন;

(ছ) বর্জ্য অপসারণ তালিকা ও বর্জ্য এবং সকল ধরণের রাসায়নিক পদার্থ অপসারণ করা হইয়াছে মর্মে সেইফটি এজেন্সি/ বোর্ড প্রতিনিধির প্রত্যয়ন;

(জ) বিভাজন বা কাটিং ফি বাবদ বোর্ডের অনুকূলে LDT প্রতি ৫(পাঁচ) টাকা হারে ফি জমার রসিদ;

(৯) আবেদন প্রাপ্তির পর বোর্ডের একজন প্রতিনিধি জাহাজটি পরিদর্শন করিবে। পরিদর্শনে জাহাজের সকল ট্যাংক ও আবদ্ধ স্থানসমূহ পুনরায় সরজমিনে পরীক্ষা করিবে এবং পরিদর্শনে Safe for men entry and safe for hot work মর্মে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বোর্ড আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে;

(১০) বোর্ড বিভাজনের অনুমতির আবেদন প্রাপ্তির ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করিবে।

(১০) জাহাজ বিভাজনের অনুমতি প্রদানের সময় বোর্ড বিভাজন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্তভাবে সময় নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে:

(ক) জাহাজের আকারভেদে শ্রমিক সমাবেশ ও অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজের জন্য ১০(দশ) থেকে ৩০(ত্রিশ) দিন;

(খ) জাহাজের প্রতি এক হাজার LDT এর???? জন্য ১৫/২০/৩০ দিন;

(গ) ট্যাংকার, বার্জ বা বিশেষ ডিজাইনের জাহাজের জন্য অতিরিক্ত ???? দিন;

(১১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বোর্ড ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উপবিধি (১০) অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত সময় সর্বোচ্চ ???% পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে;

(১২) অনুমোদিত সময় বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত সময়ের মধ্যে বিভাজন কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে ব্যার্থ হইলে প্রতিদিনের জন্য সংশ্লিষ্ট জাহাজের জন্য প্রযোজ্য বিভাজন ফি এর ১% হারে জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবে।

(বিএসবিআরএ এর মতামত প্রাপ্তির পর আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে)

(১২) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি/অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতি বা অনলাইন পদ্ধতি বা অন্য কোন উপযুক্ত পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ করা যাইবে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়/বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। অনলাইন সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে অনলাইনে সরকারি ফি পরিশোধের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(১৩) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার থেকে জাহাজ ক্রয় কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি/কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান বা এরুপ কোন বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা প্রচলিত cash buyerবা জাহাজ মালিকের প্রতিনিধি/এজেন্টকে বোর্ড নির্ধারিত পন্থায় বোর্ডের নিকট তালিকাভুক্ত হইতে হইবে। উক্ত ব্যক্তি/কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান বোর্ডের আইনানুগ আদেশ মানতে বাধ্য থাকিবে। বোর্ড বোর্ডে তালিকাভুক্ত নয় এমন বা বোর্ডের আইনানুগ আদেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি/কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্যক্রম বন্ধ রাখা বা উক্ত ব্যক্তি/কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাহাজ ক্রয়/আমদানী বন্ধের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(১৪)বিভিন্ন প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ফরমের নমুনা বোর্ড নির্ধারন করিবে এবং সময়ে সময়ে তাহা সংশোধন করিতে পারিবে। আবেদনের হালনাগাদ নমুনা ফরমসমূহ বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রদর্শন করিতে হইবে। বোর্ড আবেদনসমূহ নির্ধারিত ফরমে অনলাইন পদ্ধতিতে বা ইলেকট্রণিক ফরমেটে দাখিল করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬। এসআরএফপি।- (১) প্রতিটি ইয়ার্ডের জন্য এসআরএফপি প্রস্তুত করিতে হইবে। ইয়ার্ডের অনুমতি বা অনুমোদন পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হইবে ইয়ার্ডের আকার ও ধরণ অনুযায়ী একটি উপযুক্ত এসআরএফপি থাকা।

(২) এসআরএফপি তে ন্যূনতম নিম্নোক্ত সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে:

(ক) বিপদজনক এবং অবিপদজনক বর্জ্য সাময়িক মজুদ করার জন্য গুদাম;

(খ) এসবেসটস চিহ্নিতকরণ, পৃথকীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং মজুদের জন্য বিশেষায়িত সুবিধা (নেগেটিভ প্রেসার চেম্বার বা উন্নত প্রযুক্তির অন্য কোন সুবিধা);

(গ) শ্রমিকদের উপযুক্ত শৌচাগার, গোসলখানা, চেঞ্জ রুম, খাবার ঘর, বিশ্রাম ঘরসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি ও সকল ধরণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ সুবিধাধি;

(ঘ)পর্যাপ্ত নিরাপদ খাবার পানির সংস্থান;

(ঙ) প্রাথমিক চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা;

(চ) আগুন নির্বাপনের ব্যবস্থা;

(ছ) তেল বা তেল জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ হলে তা ব্যবস্থাপনাসহ জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার উপযুক্ত ব্যবস্থা (Emergency Response System-ERS including oil spill combat system)

(জ) পর্যাপ্ত মানসম্মত পিপিই এবং ভারী জিনিসপত্র ব্যবস্থাপনার সরঞ্জামাদির সংস্থান;

(ঝ) পানির সাথে মিশ্রিত তেল ও তেলজাতীয় দ্রব্যাদি পৃথকীকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা;

(ঞ) পানি মজুতের জন্য উপযুক্ত ট্যাঙ্ক বা পুকুরের ব্যবস্থা, যার তলা এবং চারিপাশ পাকা হইতে হইবে;

(ট) পানি পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা;

(ঠ) তেলজাতীয় পদার্থ মিশ্রিত জাহাজের অংশসমূহ (Oily Block) বিভাজন বা কাটিংয়ের জন্য উপযুক্ত আয়তন এবং মানের পাকা ফ্লোর (Impermeable Floor);

(৩) এসআরএফপি তে বিভিন্ন অংশের লে-আউট, ম্যাপ এবং সুবিধাদির বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৪) শিল্প মন্ত্রণালয় এসআরএফপি প্রস্তুত এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন/ নির্দেশাবলী জারি এবং প্রয়োজনে সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করিতে পারিবে।

৭। এসআরপি:

(১) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আমদানিকৃত বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত প্রতিটি জাহাজের জন্য অত্যাবশ্যকভাবে উপযুক্ত এসআরপি প্রস্তুত এবং বোর্ডের নিকট হতে তাহার অনুমোদন নিতে হইবে।

(২) এসআরপি তে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের বিস্তারিত উল্লেখ থাকিতে হইবে:

(ক) জাহাজের নির্মাণ, মালিকানা, ধরণ, মেরামত ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য;

(খ) উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও হালনাগাদকৃত জাহাজের বর্জ্যের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বা Inventory of Hazardous Waste;

(গ) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের তফসিল বা সিডিউল;

(ঘ) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের কর্মপদ্ধতি;

(ঙ) বর্জ্য অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ।

(৩) শিল্প মন্ত্রণালয় এসআরপি প্রস্তুত এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন/ নির্দেশাবলী জারি এবং প্রয়োজনে সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করিতে পারিবে।

৮। **আন্তর্জাতিক মান সংরক্ষণ।**- (১) বোর্ড জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম করিবার ক্ষেত্রে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্পর্কিত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনের শর্ত প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

(২) শিল্প মন্ত্রণালয় এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশনের বিধানের আলোকে গাইডলাইন প্রস্তুত বা, সময় সময়, নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে।

(৩) বিশেষভাবে হংকং কনভেনশনের শর্ত প্রতিপালনের নিমিত্ত, প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার এবং বোর্ড কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে হংকং কনভেনশনের বিধানের আলোকে গাইডলাইন প্রস্তুত বা সময় সময় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(৫) ইয়ার্ডসমূহ হংকং কনভেনশনের আলোকে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়ন এবং পরিবেশগত এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও ঝুঁকি সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের মান উন্নয়নের লক্ষ্য সচেষ্ট থাকিবে।

(৬) ইয়ার্ডসমূহ হংকং কনভেনশনের আলোকে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের পর কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান (Classification Society or any other recognized Organization) এর নিকট হইতে হংকং কনভেনশনের কমপস্নায়েন্স সার্টিফিকেট (Statement of Compliance for the Hong Kong Ship Recycling Convention-HKC)অর্জন করিবে।

(৭) শিল্প মন্ত্রণালয় ইয়ার্ডসমূহে হংকং কনভেনশনের আলোকে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনকে বেগবান করিবার জন্য ইয়ার্ডের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড

৯। বোর্ডের কার্যাবলি ও ক্ষমতা।-বোর্ড আইনের ধারা ১১ এ নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে:

(ক) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানী/স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের অনাপত্তি সনদ (এনওসি) প্রদান, আমদানীকৃত জাহাজের অনুকূলে সৈকতায়ন ও বিভাজনের অনুমতি প্রদান;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে এই বিধিমালার আওতাধীন বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রণয়ন;

(ঘ) ইয়ার্ড শ্রমিকদের কর্ম শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

(ঙ) ইয়ার্ডের কর্মপরিবেশ, শ্রম নিরাপত্তা, পরিবেশের সুরক্ষা, এস আরপি ও এসআরএফপি এর যথাযথ বাস্তবায়ন তদারকির উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে ইয়ার্ড পরিদর্শন;

(চ) সেইফটি এজেন্সি নিয়োগের শর্ত নির্ধারণ, সেইফটি এজেন্সি নিয়োগ, লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এবং নিয়োজিত সেইফটি এজেন্সির কার্যক্রম তদারকি;

(ছ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ এবং অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১০। বোর্ডের মহাপরিচালক।- (১) সরকার একজন উপযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাকে বোর্ডের মহাপরিচালক নিযুক্ত করিবে।

(২) মহাপরিচালক বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং বোর্ড কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(৩) মহাপরিচালক তাঁহার এবং তাঁহার অধনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) মহাপরিচালক আইন এবং এই বিধিমালায় নির্ধারিত বোর্ডের সামগ্রিক কার্যক্রম নির্বাহ করিবেন এবং অন্যান্য কার্যাবলীর সাথে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন:

)ক (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান।

)খইয়ার্ড স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত ,ইজারা প্রদান ,প্লট বিভাজন ,জোন ঘোষণা (প্রক্রিয়াগত বিষয়াবলী;

(গ(জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাসিলিটি প্ল্যান অনুমোদন ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ পরিকল্পনা অনুমোদন।

(ঘ (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ ও /সহযোগিতা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

(ঙ (পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানী/স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের অনাপত্তি সনদ) এনওসি (প্রদান , আমদানীকৃত জাহাজ পরিদর্শন সমন্বয় ,সৈকতায়ন ও বিভাজনের অনুমতি প্রদান।

(চ (পরিবেশ সংরক্ষণ ,শ্রমিকের নিরাপত্তা ও পেশাগত সাবাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ দুর্ঘটনা ; প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণদুর্ঘটনার বিষ ,য়ে বিধির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ ও যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ;

(ছ (ইয়ার্ডে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রদান ,প্রশিক্ষণ প্রতিশ্ঠান তালিকাভুক্তি ,কোর্স কারিকুলাম অনুমোদন , তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম;

(জ(বোর্ডের যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদি নিষ্পত্তি;

(ঝ (বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ডের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন।

(ঞ (বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;

(ট) সরকার বা বোর্ড প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়
পরিদর্শন

১১। (১) পরিদর্শন- বিধি ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন জাহাজ আমদানি বা ক্ষেত্রমত, সংগ্রহের পর বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী সৈকতায়ন ও বিভাজনের ছাড়পত্র প্রদানের নিমিত্ত উহা পরিদর্শন করিবে।

(২) জাহাজ বর্হিনোঙ্গরে আসার পর ইয়ার্ড মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বোর্ডকে অবহিত করিবে এবং জাহাজ পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করিবে।

(৩) পরিদর্শনের আবেদনের সাথে অনাপত্তি সনদ এবং পরিদর্শন ফি বাবদ বোর্ডের অনুকূলে ৪০(চল্লিশ) হাজার টাকা জমার রসিদ যুক্ত করিতে হইবে।

(৪) বোর্ড পরিদর্শনের আবেদন প্রাপ্তির ২(দুই) কার্যদিবসের মধ্যে পরিদর্শনের আদেশ জারি করিবে। বর্হিনোঙ্গরে পরিদর্শন কার্যক্রম স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এতদবিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের প্রতিনিধি বা সেইফটি এজেন্সি এবং বাংলাদেশ কাস্টমস, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নির্ধারিত কর্মকর্তাগণ সমন্বিতভাবে একটি দলে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে। কোন কারণে একদলে পরিদর্শন সম্ভব না হইলে আলাদাভাবে পরিদর্শন করা যাইবে। জাহাজ আমদানী/সংগ্রহকারী ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত নিরাপদ নৌ-যানের সংস্থান করিবে। পরিদর্শন নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন হইবে:

(ক) কাস্টমস বিষয়ক পরিদর্শন-LDT ভিত্তিতে জাহাজ এবং জাহাজের সংযুক্ত দ্রব্যাদির (Attached/Outfitting Goods) শুল্ক নির্ধারণ করিবে এবং এই বিষয়ক রামেজিং সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে। এই ক্ষেত্রে কাস্টমস বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুসরণযোগ্য হইবে;

(খ) বিস্ফোরক বিষয়ক পরিদর্শন-জাহাজের সকল ট্যাংক ও আবদ্ধ স্থানসমূহ অংশ সরজমিন পরিদর্শনপূর্বক Safe for man entry and safe for hot work কি না সে বিষয়ে সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে;

(গ) পরিবেশ বিষয়ক পরিদর্শন-জাহাজে পরিবাহিত সামগ্রী ও বর্জ্যসমূহ যথাসম্ভব সরজমিন পরিদর্শন এবং জাহাজের হালনাগাদ Inventory of Hazardous Waste Report পরীক্ষান্তে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও সার্কুলারের আলোকে প্রতিবেদন/সার্টিফিকেট ইস্যু করিবে।

(৫) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী পুনঃপ্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত জাহাজ যথাশীঘ্র স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্হিনোঙ্গরে/ইয়ার্ডে পরিদর্শন এবং বিধি মোতাবেক রেডিও কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি, লাইন থ্রোয়িং অ্যাপ্লায়েন্স এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যাহা
দেশের নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে তাহা চিহ্নিত করিয়া বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে। যে সকল যন্ত্রপাতি জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকীস্বরূপ কেবল সেইসকল যন্ত্রপাতি জাহাজ আমদানীকারকু প্রতিষ্ঠান/ ইয়ার্ড মালিক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট হস্তান্তর করিবে।

১২। (১)আইন- এর ১৫ (১) ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্তব্যক্তি বা বোর্ডের কোন কর্মচারী বা বোর্ড নিয়োজিত সেইফটি এজেন্সি এর প্রতিনিধি ইয়ার্ড এবং ইয়ার্ডে আমদানীকৃত বা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জাহাজ এবং জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২)উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে ইয়ার্ড পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এবং জাহাজ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ও জাহাজের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

১৩। প্রবেশ, রেকর্ডপত্র যাচনা, জিজ্ঞাসাবাদ, ইত্যাদির ক্ষমতা।- আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মচারী নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:

(ক) যে কোন ইয়ার্ড, জাহাজ, জোন এলাকায় প্রবেশ এবং যেকোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা রেকর্ডপত্র বা তথ্য-উপাত্ত যাচনা ও পর্যালোচনা করা;

(খ) উক্ত ইয়ার্ড, জাহাজ, জোন এলাকায় অবস্থিত যেকোন কিছু পরিদর্শন করা; এবং

(গ) উক্ত ইয়ার্ড, জাহাজ, জোন এলাকায় যে কোন অনুসন্ধান বা নমুনা সংগ্রহ বা জরিপ পরিচালনা করা।

পঞ্চম অধ্যায়
পরিবেশের সুরক্ষা

১৪। পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ।- (১) শিল্প মন্ত্রণালয়/বোর্ড জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম থেকে উৎপাদিত সকল ধরনের বর্জ্য সনাক্তকরণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধির আলোকে গাইড-লাইন/নির্দেশাবলী জারি করিতে পারিবে।

(৩) শিল্প মন্ত্রণালয়/বোর্ডTSDF চালু না হওয়া পর্যন্ত বা চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য TSDF এ প্রেরণের পূর্ব অবস্থায় ইয়ার্ডে বর্জ্যের সাময়িক মজুদ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গাইড-লাইন/নির্দেশাবলী জারি করিতে পারিবে।

(৪) শিল্প মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ বোর্ড TSDF চালু না হওয়া পর্যন্ত কোন বিশেষ প্রকৃতির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত ভেন্ডরদের তালিকাভূক্তি বা লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে এবং এ সংক্রান্ত গাইড-লাইন/নির্দেশাবলী জারি করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ড ভেন্ডরদের নিকট হইতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হারে লাইসেন্স ফি এবং অন্যান্য ফি আদায় করিতে পারিবে।

(৬) শিল্প মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড TSDF চালু না হওয়া পর্যন্ত কোন বিশেষ প্রকৃতির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইয়ার্ড মালিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেপ্রযোজ্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন-বিধি এবং কনভেনশন অনুসরণপূর্বক কোন উপযুক্ত দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহা প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) শিল্প মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড TSDF চালু হওয়ার পরও কোন বিশেষ প্রকৃতির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উপ-বিধি (৪) এবং (৬) এর আলোকে ভেন্ডর নিয়োগ এবং দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট বর্জ্য প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। জাহাজ বিভাজনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ।- (১) বিভাজন বা কাটিংয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত এসআরপি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) জাহাজের বিভাজন বা কাটিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকৃত জাহাজের তেলযুক্ত অংশসমূহ (Oily block)পানির সংস্পর্শে না আসিতে পারে বা অন্য কোনভাবে জাহাজ বা ইহার কোন অংশ থেকে তেল বা তেল জাতীয় দ্রব্যাদি বা জাহাজে বাহিত অন্য কোন বর্জ্য দ্বারা পানি, মাটি বা বায়ু দূষণ না ঘটিতে পারে।

(৩) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকৃত জাহাজের বিভিন্ন অংশ বিশেষতঃ তেলযুক্ত অংশসমূহ (Oily block) ইয়ার্ডের পাকা স্থানে স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত ক্রেন এবং ফ্লোটিং প্লাটফর্ম ব্যবহার করিতে হইবে বা অনুরূপ এমন কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে তেলযুক্ত অংশসমূহ (Oily block)ইন্টারটাইডাল জোনের পানি বা মাটির সংস্পর্শে না আসিতে পারে।

(৪) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকৃত জাহাজের তেলযুক্ত অংশসমূহ (Oily block) পুনঃবিভাজনের জন্য আবশ্যিকভাবে পাকা প্লাটফর্ম (Impermeable Floor) ব্যবহার করিতে হইবে। উক্ত প্লাটফর্ম বা ফ্লোরে উপযুক্ত পানি নিষ্কাশন এবং পরিশোধন ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে তেল, তেলজাতীয় পদার্থ বা কোন অপদ্রব্য দ্বারা পানি বা মাটি দূষণ না ঘটিতে পারে। পরিশোধিত পানি পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া পানির উপর হতে সংগৃহীত তেল বা তেল জাতীয় পদার্থ পরিবেশ সম্মতভাবে ইয়ার্ডে সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
শ্রমিক নিরাপত্তা এবং বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১৬। নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

(১) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে কেবল প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের নিয়োজিত করা যাইবে। জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিককে আবশ্যিকভাবে বোর্ড/মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হইতে ন্যুনতম বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন করিতে হইবে। অধিকন্তু, বিভিন্ন উচ্চতর ট্রেডে/পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে ট্রেড-ভিত্তিক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শ্রমিকগণকে নির্দিষ্ট সময়ান্তে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। ইয়ার্ড মালিকগণ নিজ উদ্যোগে তাহার ইয়ার্ডে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে। বোর্ড ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিকনিয়োগ করা যাইবে, তবে সরাসরি ইয়ার্ড মালিক কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগ উৎসাহিত করা হইবে। ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিকনিয়োগের ক্ষেত্রে এতদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করা হইলেও ইয়ার্ড মালিক উপ-বিধি (১) এর যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

(২) বোর্ডের নিকট ইয়ার্ডে কর্মরত/নিয়োজিত সকল শ্রমিকের প্রশিক্ষণের সনদ দাখিল করিতে হইবে। বোর্ড প্রশিক্ষণধারী শ্রমিকদের ট্রেড-ভিত্তিক হাল-নাগাদ ডেটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ করিবে।

(৩) শিল্প মন্ত্রণালয়/ বোর্ড উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট শর্তে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য অনুমতি প্রদান করিবে। অননুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন শ্রমিককে ইয়ার্ডের কাজে নিযুক্ত করা যাইবে না এবং এইরূপ শ্রমিককে বোর্ডের প্রশিক্ষণ ডেটাবেজ এ অর্ন্তভূক্ত করা যাইবে না। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সিলেবাস বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। বোর্ড সিলেবাস পরিবর্তন/সংশোধন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৭। পিপিই

(১) ইয়ার্ডে কর্মরত সকল শ্রমিককে সর্বদা উপযুক্ত মানের প্রয়োজনীয় পিপিই ব্যবহার করিতে হইবে। শ্রমিকের কাজের ধরন অনুযায়ী চোখ, মুখমন্ডল, মাথা, হাত-পা, শ্বাসযন্ত্র, শ্রবন-ইন্দ্রিয় রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পিপিই ব্যবহার করিতে হইবে। তেজস্ক্রিয়তা এবং এসবেসটস সংক্রমন হইতে রক্ষার জন্য বিশেষায়িত পিপিই ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) সকল পিপিই বিএসটিআই বা বোর্ড কতৃক নিধারিত মানের হইতে হবে। পিপিই ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ মান এবং উপযুক্ত পদ্ধতি নিশ্চিতের জন্য ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, এবং এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বোর্ড সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৮। (১) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কালে ইয়ার্ডে নিরাপত্তা নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে:

ক) নির্বিঘ্নে শ্রমিক ও অগ্নি নির্বাপক দলের চলাচল এবং মালামাল ও যন্ত্রপাতি পরিবহন করার জন্য ইয়ার্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্মুক্ত স্থান ও চলাচলের রাস্তার ব্যবস্থা;
খ) সেইফটি অফিসার কর্তৃক জাহাজে non-breathable space সনাক্ত ও চিহ্নিত করণ;
গ) যে সকল যায়গায় বিপদজনক মালামাল/বর্জ্য রহিয়োাছ তাহা সনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ;
ঘ) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ চলাকালে বিপদজনক মালামাল ও বর্জ্য পরিবহন ও সংরক্ষণে সঠিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণ;

ঙ) কার্যালয়ের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা , অলৌহজাত মালামাল রাখার জায়গা এবং স্ক্র্যাপ এর জন্য মুজদাগার এর ব্যবস্থা;

(২) ইয়ার্ডের ২ টি উইঞ্চ এর মাঝে ২টি ক্রেইন কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখিতে হইবে। জাহাজের খন্ডিত অংশ রাখিবার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখিতে হইবে।

(৪) প্রতিদিন জাহাজে কাটিং শুরুর আগে সেইফটি অফিসার পরীক্ষান্তে safe for man-entry and safe for hot work বিষয়ে 'গ্যাস ফ্রি' সনদ প্রদান করিবে।

(৫) জাহাজে এবং ইয়ার্ডে দাহ্য পদার্থ এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের মজুদ নিরাপদে রাখিতে হইবে।

(৬) ইয়ার্ডে পানির মজুদ ও পাম্প এর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবংঅগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, অগ্নি প্রতিরোধক পোশাক, তরল ফোম, অক্সিজেন মাস্ক, বালির বস্তা, অগ্নি নির্বাপক পাইপ সহ জাতীয় অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনুযায়ী অগ্নি নির্বাপনের সব সরঞ্জাম সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। প্রতিটি ইয়ার্ডে অগ্নি নির্বাপনের বিষয়ে একটি প্রশিক্ষিত টিম গঠন করিতে হইবে। ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে অগ্নি নির্বাপন মহড়ার ব্যবস্থা করিবে।

(৭) ইয়ার্ডে এ্যাসবেস্টস আলাদা করা ও ইহার ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত মানের "এ্যাসবেস্টস ব্যবস্থাপনা ইউনিট" থাকিবে। "এ্যাসবেস্টস ব্যবস্থাপনা ইউনিট" বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। বোর্ড "এ্যাসবেস্টস ব্যবস্থাপনা ইউনিট" স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নির্দেশাবলী জারি করিবে।

(৮) বিপদজনক বর্জ্য মজুদের জন্য অস্থায়ী মজুদাগার নির্মাণ করিতে হইবে। বিপদজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী বিপদজনক বর্জ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

(৯) কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য শ্রমিকদের দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে "ওভার লেপিং" পরিহার করিতে হইবে।

১৯। সেইফটি অফিসার

(১) প্রত্যেক ইয়ার্ডে আবশ্যিকভাবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক সেইফটি অফিসার নিয়োগ করিতে হইবে। প্রত্যহ জাহাজে এবং ইয়ার্ডে সেইফটি অফিসার এর তত্ত্বাবধানে কাটিংসহ পুনঃপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) সেইফটি অফিসার ইয়ার্ডে উপযুক্ত মানের এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম (material handling equipment) ও পিপিই এর মজুদ নিশ্চিত করিবে।

(৩) সেইফটি অফিসার নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিবে-

ক) কাটিং কার্যক্রম বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী দাহ্য পদার্থ এবং পেট্রোলিয়াম পদার্থের মজুদ রাখার জায়গা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা;
খ) বিস্ফোরক এবং অক্সিজেন মিটার পুরো কাটিং কার্যক্রম চলাকালে সক্রিয় রাখা;
গ) কাটিং অথবা এইরূপ কার্যক্রমের পূর্বে হাইড্রোকার্বন এবং অক্সিজেনের উপস্থিতি যথাযথ প্যারামিটার দ্বারা নিরুপন করিয়া প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নির্দেশনা প্রদান। যদি অক্সিজেন লেভেল কমিয়া হাইড্রোকার্বন বাপিয়া যায় তবে সেই এলাকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় কাটিং কার্যক্রম বাতিল/বন্ধ রাখা, অতঃপর মেশিন ব্লোয়ার ব্যবহার করিয়া বা অন্য কোন উপযুক্ত পদ্ধতিতে অক্সিজেন এর মাত্রা নিরাপদ মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া স্থানটি কাজের উপযোগী করা;
ঘ) এলপিজি এবং অন্য গ্যাসের সিলিন্ডারগুলো জাহাজের ডেকে কাটিং এরিয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। জাহাজে গ্যাস সিলিন্ডারের মজুদ নিয়ন্ত্রণ করা;
ঙ) গ্যাসের সিলিন্ডার হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা;

চ) জাহাজের পাইপ লাইন, ফুয়েল লাইন এবং ইঞ্জিন এরিয়ায় টর্চ কাটিং এর পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থায় (clod opening)সেপারেশন করিতে হইবে। ফুয়েল লাইন খোলার পর তা থেকে চুঁইয়ে পড়া তেল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ছ) যে সকল জায়গায় দিনের শেষ দুই ঘন্টা কাটিং হইয়াছে সেইসকল স্থানে পর্যাপ্ত পানি দিতে হইবে যাহাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

২০। বিশেষ সতর্কতা ও ব্যবস্থাপনা

(১) শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের শিফট ভাগ করিতে হইবে।

(২) সিগারেট, বিড়ি, ম্যাচ, গ্যাস লাইটার, এসিড এইসবসহ ইয়ার্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাইবে না।

(৩) রান্নার স্থান কাটিং এলাকা ও মজুদ এলাকা হইতে নিরাপদ দুরত্বে স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) ইয়ার্ডে প্রতি বছর একবার আবশ্যিকভাবে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সেইফটি এজেন্সি দ্বারা 'সেইফটি অডিট' সম্পাদন করিতে হইবে।

(৫) সহজে বহনীয় পানির হোস পাইপ এবং সচল পানির পাম্প এর ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ইয়ার্ডের কাটিং এলাকা এবং জাহাজে অগ্নি নির্বাপনের প্রয়োজন হইলে তাৎক্ষণিকভাবে পানি সরবরাহ করা যায়।

(৬) জাহাজে এ্যাসবেসটসযুক্ত ফিটিংস খোলার আগে পর্যাপ্ত পরিমান পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে এ্যাসবেসটস ফাইবার উড়িতে না পারে।

(৭) নিরাপত্তার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং কোন বিস্ফোরক দ্রব্যর উপস্থিতি থাকিলে এবং বিস্ফোরক মিটার সর্বনিম্ন স্থিতি প্রকাশ না করিলে কোন প্রকার টর্চ কাটিং/hot work করা যাইবে না।

২১। বিশেষায়িত এলাকায় কাটিং কার্যক্রম পরিচালনা

নিম্নোক্ত জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হইবে এবং এসব কাজে দক্ষ ও বিশেষায়িত শ্রমিকদের নিয়োগ দিতে হইবে-

(১) উচ্চতায় (working at heights) কর্মরত শ্রমিকদের জন্য এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করিতে হইবে-

ক) উচ্চতায় কাজ করার সময় সেফটি বেল্ট পরিধান করা;

খ) উচ্চতায় কাজ করার সময় সেফটি হেলমেট পরিধান করা;

গ) দঁড়ির সিড়ি ব্যবহার না করা, পাইলট সিড়ি সঠিক উচ্চতায় ব্যবহার করা বা নিরাপদ বিকল্প ব্যবস্থা করা।

(২) সংকোচিত এলাকায় বা বদ্ধ এলাকায় (confined space) অক্সিজেনের উপস্থিতি পরীক্ষা ব্যতিরেকে প্রবেশ বা কাজ করা যাইবে না।

(৩) দাহ্য পরিবেশে বা সন্দেহজনক দাহ্য পরিবেশে (suspected flammable environment) প্রবেশ বা কাজ করিবার পূর্বে উক্ত জায়গা এবং সংলগ্ন জায়গা সেইফটি অফিসার বা প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে দিয়ে গ্যাস ও দাহ্য বস্তুর উপস্থিতি পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি উহার বিস্ফোরক মাত্রা বেশি থাকে তাহলে সেখানে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিস্ফোরক মিটার কেবল মানুষের কাজ উপযোগী মাত্রা প্রকাশ করলেই সেইফটি অফিসার কর্তৃক উক্ত স্থানে কাজ করার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(৪) বিষাক্ত, ক্ষয়কারক, ধোঁয়াযুক্ত পরিবেশে কাজের জন্য উক্ত জায়গা এবং তৎসংলগ্ন জায়গা সেইফটি অফিসার বা প্রশিক্ষিত লোক দিয়ে পরীক্ষা করিতে হইবে। উক্ত স্থানের Threshold Limit Value (TLV) Maritime Safety Data Sheet (MSDS) অনুমিত মাত্রার মধ্যে হইতে হইবে।

(৫) গ্যাস কাটিং এর জন্য এ কাজে সনদপত্রধারীদের নিয়োগ দিতে হইবে এবং উপযুক্ত মানের গ্যাস মাস্ক ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে বদ্ধ স্থানে বা গ্যাসযুক্ত স্থানে শ্বাস-প্রশ্বাস সমস্যা এবং বিপদ এড়ানো যায়।

(৬) ক্রেন পরিচালনার জন্য সনদপত্রধারীদের নিয়োগ দিতে হইবে। ক্রেন এর ভার বহন ক্ষমতা এবং সেইফটির বিষয়টি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরীক্ষিত হইতে হইবে।

(৭) অ্যাসবেস্টস বর্জ্য এবং অ্যাসবেস্টসযুক্ত মালামাল অপসারণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষজ্ঞ ভেন্ডর নিয়োগ দিতে হইবে। বোর্ড অ্যাসবেস্টস অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলাদা নির্দেশাবলী জারি করিবে।

২২। দৈনন্দিন শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য

(১) শ্রম আইন- ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিক উপস্থিতি রেজিস্ট্রারে প্রতিদিন উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ স্থায়ী, অস্থায়ী উভয় প্রকার শ্রমিকের জন্য পরিচয় পত্র ইস্যু করিবে। সকল শ্রমিককে বাধ্যতামূলকভাবে পরিচয় পত্র বহন করিবে এবং পোষাকে দৃশ্যমানভাবে তাহা ঝুলাইয়া রাখিবে।

(২) ইয়ার্ডে শ্রমিকদের প্রবেশ ও প্রস্থান এর তথ্য রেজিস্টারে বা/এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করি ত হইবে।

(৩) জাহাজ বিভাজন কাজ চলার সময় "গ্যাস ডিটেক্টর" চালাইতে সক্ষম এমন ন্যূনতম দুইজন প্রশিক্ষিত শ্রমিক নিয়োগ দিতে হইবে।

(৪) ইয়ার্ডের সকল যন্ত্রপাতি যেমন:- ক্রেন, উইঞ্চ, চেনরোপ, জেনারেটর সেট, অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রতিনিয়ত নির্দেশিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা, সংস্থাপনা, এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) একটি দাহ্য ও বিষাক্ত গ্যাস সনাক্তকারী "অক্সিজেন পারসেনটিজ এনালাইজার" কার্যকর অবস্থায় ইয়ার্ডে থাকিতে হইবে।

(৬) শ্রমিকদের যথাযথ পিপিই পরিধান নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৭) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের সেইফটি অফিসার কর্তৃক যথাযথ নির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাছাড়া অগ্নি নির্বাপক এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম এর সহজলভ্যতা এবং এর যথাযথ সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং ইহার নির্দেশনা ও চেক লিষ্ট এর ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শ্রমিকরা এইসব যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে।

(৮) প্রতিদিন কাজ শুরুর পূর্বে সেইফটি ব্রিফিং প্রদান করিতে হইবে।

(৯) শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

(১০) অসুস্থ শ্রমিককে ইয়ার্ডে প্রবেশে বিরত রাখিতে হইবে।

২৩। সেইফটি এজেন্সি নিয়োগও অন্যান্য ।- (১) বোর্ড তাহার পক্ষেটেকনিক্যাল বডি রূপে কাজ করিবার জন্য একাধিক সংস্থা বা কোম্পানিকে 'সেইফটি এজেন্সি' হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) সেইফটি এজেন্সিসমূহ এসআরপি প্রণয়ন, জাহাজের বিভাজন বা কাটিং ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য চিহ্নিতকরণ, অপসারণ, মজুদ ও ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিক-কর্মচারিদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি কাজে ইয়ার্ডসমূহে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) বোর্ড সেইফটি এজেন্সি'র কার্যপরিধি (Terms of Reference) নির্ধারণ করিবে এবং সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

(৪) বোর্ড পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সেইফটি এজেন্সি নিয়োগ প্রদান করিবে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় বা বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে তাহাদের নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৫) কোন সেইফটি এজেন্সি উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করিলে বা বোর্ড কর্তৃক আরোপিত শর্ত ভঙ্গ করিলে তাহার নিয়োগাদেশ বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) সেইফটি এজেন্সির ফি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সেইফটি এজেন্সির ফি ইয়ার্ড মালিকগণ সরাসরি বোর্ডে জমা প্রদান করিবে। বোর্ড সেইফটি এজেন্সির সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাহাদের পাওনা পরিশোধ করিবে।

২৫। **সেইফটি অডিট** ।- (১) ইয়ার্ডসমূহ প্রতি ২(দুই) বৎসর অন্তর বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত সেইফটি এজেন্সি দ্বারা ইয়ার্ডের সেইফটি অডিট সম্পন্ন করিয়া বোর্ডের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে। শিল্প মন্ত্রণালয়/বোর্ড সেইফটি অডিট সম্পাদনের জন্য গাইডলাইন প্রদান করিবে এবং ফি নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ করিবে।

২৬। **শ্রমিকদের কর্ম শ্রেণি-বিন্যাস**- (১) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কাজের ধরন অনুসারে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক সরকার একটি কর্ম শ্রেণি-বিন্যাস নির্ধারণ করিবে;

(২) শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ: বোর্ড শ্রমিকদের কর্ম শ্রেণি-বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে;

(৪) আইনের ধারা ১৯(২) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পাশাপাশি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ড শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে শ্রমিকদের কর্ম শ্রেণি-বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রস্তুত, এবং সময়ে সময়ে তাহা হাল-নাগাদ করিবে। উপ-বিধি (৩)এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত কারিকুলাম অনুসরণে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

২৭। **শ্রমিক-কর্মচারিদের রেজিস্ট্রেশন** ।- (১) বোর্ড উপ-বিধি ২৬(৩) এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ শ্রমিক-কর্মচারিদের তথ্য একটি উপযুক্ত ডেটাবেজ এ সংরক্ষণ ও প্রকাশ করিবে এবং তাহা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করিবে। তবে বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে শ্রমিক-কর্মচারীদের ডেটাবেজে অন্তর্ভূক্তির মান-দন্ডনির্ধারণ করিতে পারবে।

(২) ডেটাবেজে উল্লেখখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময় হইতে ইয়ার্ডসমূহকে কেবল ডেটাবেজ হইতে শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। কোন ইয়ার্ড এর ব্যত্যয় করিলে বোর্ড তাহার অনুকূলে জাহাজ আমদানির অনুমতি প্রদান না করাসহ প্রশাসনিক আদেশে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮। **শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি**।- (১) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসরণে নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশের আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত নিম্নতম মজুরির হার অনুসারে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারিদেরকে মজুরি প্রদান করিতে হইবে।

২৯। ইয়ার্ডের লোকবলের অর্গানোগ্রাম ।- (১) বোর্ড ইয়ার্ডে নিয়োগযোগ্য টেকনিক্যাল লোকবলের অর্গানোগ্রাম এবং টেকনিক্যাল পদসমূহে নিয়োগের ন্যুনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করিতে পারিবে। এরুপ অর্গানোগ্রাম এবং নিয়োগ যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

৩০। শ্রমিক-কর্মচারীদের বীমা ।- (১) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কাজে নিয়োগের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও ডাটাবেজভুক্ত সকল শ্রমিক-কর্মচারীর নামে বীমা আইন অনুসরণপূর্বক আবশ্যিকভাবে জীবন-বীমা পলিসি গ্রহণ করিতে হইবে। ডাটাবেজভুক্ত কোন কর্মচারি যেই ইয়ার্ডে কর্মরত থাকিবেন সেই মালিক উক্ত কর্মচারির সংশ্লিষ্ট সময়ের/ বৎসরের বিমা কিস্তি পরিশোধ করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা

৩১। ইয়ার্ডে অথবা জাহাজে ঘটনা ঘটিলে করণীয়

(১) ইয়ার্ডে বা জাহাজে কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিলে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র সম্ভব বোর্ড এবং স্থানীয় থানায় লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের কারণে ইয়ার্ড বা জাহাজে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর শারীরিক আঘাতের ঘটনা ঘটিলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

(ক) সাময়িকভাবে ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ রাখিয়া উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, আহত শ্রমিকের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি পুনঃনিরুপন করা;

(খ) কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিলে এবং আগুন/বিস্ফোরণ পুনরায় ছড়াইয়া পড়িবার আশংকা তৈরি হইলে বা বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হইলে বোর্ড তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ইয়ার্ডের সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে;

(গ) কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিলে এবং আগুন/বিস্ফোরণ পুনরায় ছড়াইয়া পড়িবার আশংকা না থাকিলে বা বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি না হইলে দুর্ঘটনাস্থল ব্যতীত ইয়ার্ডের/জাহাজের অপর অংশে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে, তবে দুর্ঘটনার আলামত যথাযথ রাখিবার বিষয়টি ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) দুর্ঘটনার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক ৭(সাত) দিনের মধ্যে এর তদন্ত করিতে হইবে। এই তদন্ত কাজে বোর্ডের কর্মকর্তা এবং শিল্প নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশ ও দূষণ প্রতিরোধ, Occupational Health and Safety (OHS) বিষয়ে পেশাগত জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে তদন্ত টিম গঠন করিতে হইবে;

(ঙ) তদন্ত টিম সরেজমিন তদন্ত করিয়া দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় করিবে, দুর্ঘটনার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্ঘটনা এড়াইবার জন্য করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করিবে;

(চ) বোর্ড তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ছ) বোর্ড ভবিষ্যতে এইরূপ দুর্ঘটনা এড়াইবার জন্য তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালার আলোকে ইয়ার্ডে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করিবে;

(জ) নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হইলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইয়ার্ডে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পর বোর্ড ইয়ার্ড চালুর বিষয়টি বিবেচনা করিবে।

৩২। ইয়ার্ডে অথবা জাহাজে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ

(১) ইয়ার্ড বা জাহাজে কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের কারণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ শ্রম আইনে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হিসেবে মৃত ব্যক্তির আইনসম্মত উত্তরাধিকারীকে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(২) ইয়ার্ড বা জাহাজে কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের কারণে কোন ব্যক্তি আহত হইলে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। এই ক্ষেত্রে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ তাহার চিকিৎসার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিবে।

(৩) আহত শ্রমিকের চিকিৎসাকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করিয়া ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ তাহার বেতন-ভাতাদি/মজুরি পরিশোধ করিবে।

(৪) কেবল দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার কারণে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত কোন শ্রমিক-কর্মচারীকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা যাইবে না বা চুক্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মতের বিপরীতে চুক্তি বাতিল করা যাইবে না।

(৫) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কারণে কোন শ্রমিকের অঙ্গহানী হলে বা রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারালে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ এককালীন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এবং এক বৎসরের বেতন-ভাতা/মজুরির সমপরিমাণ অর্থ এককালীন পরিশোধ করিবে।

(৬) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কারণে কোন শ্রমিক রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারাইলে বা ৬(ছয়) মাসের অধিক সময়ের জন্য কাজে যোগদানে অক্ষম হইলে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ এককালীন ২(দুই) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এক বৎসরের বেতন-ভাতা/মজুরির সমপরিমাণ অর্থ এককালীন পরিশোধ করিবে।

(৭) বোর্ড মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে ইয়ার্ডে বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ জাহাজে দুর্ঘটনার কারণে শ্রমিক-কর্মচারী মৃত্যুবরণ বা গুরুতর আহত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩৩। ইয়ার্ডে অথবা জাহাজে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরিমানা

(১) ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হইলে দুর্ঘটনার প্রকৃতি এবং অবহেলার ধরন বিবেচনায় বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইয়ার্ডের সকল কার্যক্রম বা নির্বাচিত কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার প্রকৃতি এবং অবহেলার ধরন বিবেচনায় বোর্ড ইয়ার্ডকে ১(এক) থেকে ১০(দশ) লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা করিতে পারিবে।

৩৪। বিদ্যমান বিধি-বিধানের ব্যত্যয়ের কারণে জরিমানা

(১) নতুন স্থাপিত ইয়ার্ডে অনুমোদিত Ship Recycling Facility Plan (SRFP)বাস্তবায়ন ব্যতীত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করলে বোর্ড ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে এবং অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।
(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে স্থাপিত ইয়ার্ডে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে এসআরএফপি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে। এসআরএফপি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত সময়ের পর জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিলে বোর্ড ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে এবং অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।

(৩) ইয়ার্ডের অনুমতি লাভ এবং পুনঃপ্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানীর ক্ষেত্রে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য করিলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডকে অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।

(৪) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কাজে প্রশিক্ষণবিহীন শ্রমিক নিযুক্ত করা হইলে বোর্ড ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক প্রতি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে। কোন কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণবিহীন শ্রমিক নিযুক্ত হইলে বোর্ড উক্ত কনট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত মেয়াদে শ্রমিক সরবরাহ নেওয়া বন্ধ করার আদেশ দিতে পারিবে।

(১) ইয়ার্ড বা জাহাজে কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের কারণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ শ্রম আইনে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হিসেবে মৃত ব্যক্তির আইনসম্মত উত্তরাধিকারীকে ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(২) ইয়ার্ড বা জাহাজে কোন দুর্ঘটনা/আগুন/বিস্ফোরণের কারণে কোন ব্যক্তি আহত হইলে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। এই ক্ষেত্রে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ তাহার চিকিৎসার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিবে।

(৩) আহত শ্রমিকের চিকিৎসাকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করিয়া ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ তাহার বেতন-ভাতাদি/মজুরি পরিশোধ করিবে।

(৪) কেবল দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার কারণে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত কোন শ্রমিক-কর্মচারীকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা যাইবে না বা চুক্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মতের বিপরীতে চুক্তি বাতিল করা যাইবে না।

(৫) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কারণে কোন শ্রমিকের অঙ্গহানী হলে বা রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারালে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ এককালীন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এবং এক বৎসরের বেতন-ভাতা/মজুরির সমপরিমাণ অর্থ এককালীন পরিশোধ করিবে।

(৬) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কারণে কোন শ্রমিক রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ী সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারাইলে বা ৬(ছয়) মাসের অধিক সময়ের জন্য কাজে যোগদানে অক্ষম হইলে ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ এককালীন ২(দুই) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এক বৎসরের বেতন-ভাতা/মজুরির সমপরিমাণ অর্থ এককালীন পরিশোধ করিবে।

(৭) বোর্ড মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে ইয়ার্ডে বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ জাহাজে দুর্ঘটনার কারণে শ্রমিক-কর্মচারী মৃত্যুবরণ বা গুরুতর আহত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩৩। ইয়ার্ডে অথবা জাহাজে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে জরিমানা

(১) ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হইলে দুর্ঘটনার প্রকৃতি এবং অবহেলার ধরন বিবেচনায় বোর্ড নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইয়ার্ডের সকল কার্যক্রম বা নির্বাচিত কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে। পাশাপাশি দুর্ঘটনার প্রকৃতি এবং অবহেলার ধরন বিবেচনায় বোর্ড ইয়ার্ডকে ১(এক) থেকে ১০(দশ) লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা করিতে পারিবে।

৩৪। বিদ্যমান বিধি-বিধানের ব্যত্যয়ের কারণে জরিমানা

(১) নতুন স্থাপিত ইয়ার্ডে অনুমোদিত Ship Recycling Facility Plan (SRFP)বাস্তবায়ন ব্যতীত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করলে বোর্ড ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে এবং অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।
(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে স্থাপিত ইয়ার্ডে অনুমোদিত সময়ের মধ্যে এসআরএফপি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে। এসআরএফপি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত সময়ের পর জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিলে বোর্ড ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে এবং অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।

(৩) ইয়ার্ডের অনুমতি লাভ এবং পুনঃপ্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যে জাহাজ আমদানীর ক্ষেত্রে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য করিলে বোর্ড সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডকে অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে।

(৪) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কাজে প্রশিক্ষণবিহীন শ্রমিক নিযুক্ত করা হইলে বোর্ড ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক প্রতি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে। কোন কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণবিহীন শ্রমিক নিযুক্ত হইলে বোর্ড উক্ত কনট্রাক্টিং প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত মেয়াদে শ্রমিক সরবরাহ নেওয়া বন্ধ করার আদেশ দিতে পারিবে।

(৫) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া কাজে ১৮ বছরের কম বয়সী কোন শ্রমিক নিযুক্ত করা হলে বোর্ড ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক প্রতি ৭৫ হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(৬) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া কাজে উপযুক্ত পিপিই পরিধান ব্যতীত কোন শ্রমিক কর্মরত থাকিলে বোর্ড ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক প্রতি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

(৭) ইয়ার্ডে পরিবেশগত নন-কমপ্লায়েন্স এর বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান আইন-বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৮) মন্ত্রণালয় বা বোর্ডের আইনানুগ আদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে নির্ধারিত মেয়াদে ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ করা যাইবে এবং অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৩৫। আপিল

বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ ও জরিমানার আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরে আপিল করা যাইবে। সচিব ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩৬। ওয়ান স্টপ সার্ভিস।- (১) জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত অনুমোদন ও প্রশাসনিক কার্যাদি যথাযথভাবে এবং দ্রততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে বোর্ড উহার অধীন একটি আন্তঃবিভাগীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করিবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে অনলাইনে বা সরাসরি জাহাজ পুনপ্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ, আবেদনের উপর বিভিন্ন দপ্তরের মতামত/ প্রতিবেদন সংগ্রহ, মতামতের ভিত্তিতে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গ্রহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারীকে অবহিতকরণ, বিভিন্ন সেবামূল্য গ্রহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৩) উক্ত ওয়ান-স্টপ সার্ভিসে বোর্ডের নিজস্ব জনবলের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সরকারি দপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ প্রতিনিধি সংযুক্ত থাকিয়া নিম্নোক্ত সেবাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান করিবেন:

ক্রমিক	দপ্তরের নাম	সংযুক্ত/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি	প্রদেয় সেবা ও কাজের বিবরণ
১	২	৩	৪
০১	বাংলাদেশ কাস্টমস ও ভ্যাট	উপকমিশনার/ সহকারী কমিশনার	➢ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত জাহাজে বিদ্যমান করযোগ্য দ্রব্যাদি পরিদর্শন করতঃ করের পরিমাণ নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ত র‍্যামেজ রির্পোট প্রস্তুত করা; ➢ প্রযোজ্য শুল্ক-কর আদায়ে/ পরিশোধে সহযোগিতা করা; ➢ আমদানীকৃত জাহাজ সংক্ষিপ্ততম সময়ে ছাড়করণে সহযোগিতা প্রদান; ➢ বোর্ডের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিষয়াদি সমন্বয় করা;

ক্রমিক	দপ্তরের নাম	সংযুক্ত/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি	প্রদেয় সেবা ও কাজের বিবরণ
১	২	৩	৪
			➢ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা।
০২	পরিবেশ অধিদপ্তর	উপপরিচালক (বর্জ্য ও রাসয়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা)	➢ পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-বিধি অনুসরণে ইয়ার্ডের অনুকূলে পরিবেশ-ছাড়পত্র প্রদান; ➢ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত জাহাজ পরিদর্শন করতঃ তাতে বিদ্যমান বিপদজনক বর্জ্য বিষয়ে রির্পোট প্রস্তুত করা; ➢ জাহাজ বিভাজনের পূর্বে তাতে স্থিত বর্জ অপসারণ নিশ্চিতপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান; ➢ বোর্ডের সাথে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিষয়াদি সমন্বয় করা; ➢ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা।
০৩	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	উপমহাপরিদর্শক/ সহকারী মহাপরিদর্শক	➢ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিষয়ক আইন-বিধি অনুসারে ইয়ার্ডের কর্মপরিবেশ, নিয়োগ, পারিশ্রমিক এবং কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারিদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (Occupational Health and Safety) বিষয়ে রির্পোট প্রস্তুত করা; ➢ ইয়ার্ড সমূহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ➢ ইয়ার্ডে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত কাজে বোর্ডকে সহযোগিতা প্রদান; ➢ বোর্ডের সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সমন্বয় করা; ➢ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা।
০৪	বিষ্ফোরক অধিদপ্তর	বিস্ফোরক পরিদর্শক/ সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	➢ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত জাহাজ পরিদর্শন করতঃ 'Gas free, safe for man-entry and safe for hot work' বিষয়ে সার্টিফিকেট/ রির্পোট প্রদান; ➢ ইয়ার্ড সমূহে দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও নিয়মিত পরিদর্শন করে বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান; ➢ ইয়ার্ডে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত কাজে বোর্ডকে সহযোগিতা প্রদান; ➢ বোর্ডের সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সমন্বয় করা; ➢ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা।

(৩)বোর্ডের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ বিভাগ উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতাসহ বোর্ডের ওয়ান স্টপ সেন্টারে সংযুক্ত করিবে;

(৪) সংযুক্ত কর্মকর্তাগণকে বোর্ডকে প্রদেয় বিভিন্ন সেবার বিপরীতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা যাইবে; তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সেবার বিপরীতে সম্মানী প্রদান করা হইবে না।

৩৭। জরুরি ভিত্তিতে জাহাজ সৈকতায়ন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান। (১) দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়, নিরাপত্তার স্বার্থে, জরুরিভিত্তিতে জাহাজ সৈকতায়ন করিবার প্রয়োজন হইলে ইয়ার্ড মালিক বা তার নিয়োজিত প্রতিনিধি জরুরি সৈকতায়নের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া বোর্ডের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন দাখিল করিবেন। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনাক্রমে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট আপীল করা যাইবে। এ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রের বাধ্যবাদকতা শিথিলযোগ্য হইবে। (আইনের সাথে ম্যাচ করে কি?

(২) দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ব্যতীত অন্য কোন পরিস্থিতি বিবেচনায় কোন জাহাজ অতীব জরুরি সৈকতায়ন করা প্রয়োজন মর্মে বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট প্রতীয়মান হইলে তিনি তাৎক্ষণিক জরুরি সৈকতায়নের অনুমতি প্রদান বা আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

৩৮। **ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল।**-(১) ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরে উহার সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের ৩১ শে মার্চের মধ্যে বোর্ডের নিকট দাখিল করিবে।

(২)বোর্ড প্রয়োজনে কোন ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর বিবরণী, রিটার্ন ও প্রতিবেদন বা যে কোন তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ উহা বোর্ডের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ প্রতিটি জাহাজের বিভাজন বা কাটিং সম্পন্ন হইবার পরে নির্ধারিত ফরমে কার্য সম্পাদন রির্পোট (Cutting Completion Report) দাখিল করিবে।

৩৯। **কমিটি।**- বোর্ড এই আইন ও এই বিধিমালার অধীন উহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোন কার্য সম্পাদনের বিষয়ে উহাকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে তদর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে বোর্ডের কোন সদস্য, বোর্ডের কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনে, কোন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৪০। **ক্ষমতা অর্পণ।**- বোর্ড, উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা বা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে, চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কোন কর্মকর্তা, কমিটি বা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৪১। **আইন ও বিধির স্পষ্টীকরণ।**— জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন-২০১৮ এর কোন ধারা বা এই বিধিমালার কোন বিধির স্পষ্টতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উক্ত ধারা বা বিধি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের ব্যাখা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

নবম অধ্যায়
রহিতকরণ ও হেফাজত

৪২। (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Ship Breaking and Recycling Rules 2011অতঃপর **'রহিতকৃত বিধিমালা' বলিয়া উল্লিখিত বিধিমালা** রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ স্বত্বেও রহিতকৃত বিধিমালার অধীনকৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা জারীকৃত কোন আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার এই বিধিমালার অধীনে কৃত বা গৃহীত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(জাকিয়া সুলতানা)
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়